সংবাদ

তারিখ 11 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাশ প্রোগ্রাম না 'ত্রাস' প্রোগ্রাম

সেশনজট কমানোর লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' নিয়েছে তার প্রভাবে কলেজগুলোতে ক্লাস নেয়ার হার কমে গেছে। গত বুধবার প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে একথা জানা গেছে। নিয়ম অনুযায়ী স্নাতক (সম্মান) স্তরে বছরে ক্লাস হওয়ার কথা ২১০ দিন ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১৯০ দিন। বাস্তবে অনেক কলেজে এর অর্ধেক ক্লাসও হয় না। প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লাস না করেই সিডিউল অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এতে সেশনজট কমলেও শিক্ষার মানের অবনতি হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, পরীক্ষা বেশি হওয়ায় সময়ক্ষেপণ হচ্ছে। ক্রাশ প্রোগ্রাম বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছালে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' হাতে নেয়া হয়। এর মাধ্যমে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কোন শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা কবে হবে সেটা ঠিক করে দেয়া হয়েছে। এতে সেশনজট লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। কিন্তু ক্রাশ প্রোগ্রাম নতুন এক সংকট নিয়ে হাজির হয়েছে। পরীক্ষার সময় ঠিক রাখতে গিয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লাস না নিয়ে, পাঠ্যসূচি সম্পন্ন না করিয়ে শিক্ষার্থীদের বসানো হচ্ছে পরীক্ষায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের যদি প্রয়োজনীয় ক্লাস না নেয়া হয়, তাদের পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করা না হয় তাহলে তারা শিখবে কী। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তো পরীক্ষা নয়, জ্ঞানার্জন। প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ না করে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে একটি করে কাগুজে সনদ ধরিয়ে দিলে তো শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। সচেতন শিক্ষার্থীরা হয়তো পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করার তাগিদ থেকে প্রাইভেট পড়বে বা কোচিং করবে। অনেকে সেটা করছেও।

আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে, ক্লাসের পড়া শিক্ষার্থীরা কেন কোচিংয়ে বা প্রাইভেটে পড়বে। আমাদের আশঙ্কা, কলেজগুলো প্রয়োজনীয় ক্লাস না নিলে কোচিং-বাণিজ্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরেও বিস্তৃত হবে।

সেশনজট কমাতে হবে সেটা নিয়ে দ্বিমত নেই। তবে শিক্ষার মানের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই আপস করা চলে না। শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের কথা বলেছেন। আমরা আশা করি, এটা দ্রুত করা হবে। আরও কম সময়ে পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায় কিনা সেটা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সব পরীক্ষাই শিক্ষা অর্জনের জন্য অপরিহার্য কিনা সেটাও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। আমরা পরীক্ষার বাহুল্যে বিশ্বাসী নই। শিক্ষা মানসম্মত করে পরীক্ষার পরিমাণ কমলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখবেন এটা আমাদের আশা।